গণেশ বাগচী

আনন্দ পাঠ

মহাশ্বেতা দেবী

পাঠমালা ৩



আনন্দ পাঠ

পাঠমালা ৩

গণেশ বাগচী মহাশ্বেতা দেবী

কলকাতা
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজ

Ananda Path Reader 3 (Bengali)
by
Ganesh Bagchi and Mahasweta Devi

প্রচ্ছদ : রামকৃষ্ণ দত্ত
ছবি এঁকেছেন : জ্যোতির্ময় দত্ত

First published 1972
Fourth impression 1978

Printed in India by offset by
Sourindra Das Gupta at Sun Lithographing Co.
P 20 C.I.T. Road, Calcutta 10
Published by R. Dayal
Oxford University Press, Faraday House
P 17 Mission Row Extension
Calcutta 13

ভূমিকা

আনন্দ পাঠ পাঠমালার চারটি বই প্রকাশিত হল। দেখা যাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বইয়ের পাঠ্যতালিকায় আমরা কোন কবিতা অন্তর্ভুক্ত করিনি। গদ্যাংশের নিচে মাঝেমাঝে নিছক পাঠের আনন্দ ও অভ্যাসের জন্য পদ্যাংশ বা ছড়া দিয়েছি। যারা এই পাঠমালার **প্রথম** বই পড়বে, তারা **ছড়া ও ছন্দ** বই থেকেই অনায়াসপাঠের আনন্দ পাবে, ভাষার গতি ও চিত্রময়তার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটবে। কবিতার সঙ্গে তাদের আংশিক পরিচয় ঘটবে **দ্বিতীয়** পাঠমালায় ব্যবহৃত পদ্যাংশগুলির সঙ্গে, কিন্তু কবিতা পাঠ্য হিসেবে ওরা পড়বে **তৃতীয়** বই থেকে।

দেখা যাবে পাঠ্যাংশের প্রারম্ভেই আমরা কয়েকটি প্রশ্ন ও একটি শব্দতালিকা সন্নিবেশ করেছি। আধুনিক ভাষাশিক্ষাশাস্ত্রে রচনার পূর্বে প্রশ্ন সন্নিবেশ একটি সম্মত পদ্ধতি। এর দ্বারা রচনার মূল বিষয়গুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। শব্দতালিকাগুলি নতুন শব্দব্যবহারের সূচী এবং এর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। দেখা যাবে **প্রথম** ও **দ্বিতীয়** বইয়ে মূল শব্দের কয়েকটি রূপান্তরও দেওয়া হয়েছে, কেননা আমরা মনে করি নতুন শিক্ষার্থী যখন ভাষা শিখছে, তখন তার স্বচ্ছন্দ রচনাশক্তিকে সাহায্য করবার কাজে মূল শব্দের চেয়ে (যেমন বাড়ি), রূপান্তরিত শব্দগুলি (যেমন বাড়ির, বাড়িতে, বাড়িটা) বেশিপ্রয়োজনীয়।

তৃতীয় ও **চতুর্থ** পাঠমালায় আমরা শব্দতালিকা অনেক সঙ্কুচিত করেছি ও যে সব শব্দ বা ব্যবহার নতুন ধরনের, সেগুলিই দিয়েছি, কেননা আমরা মনে করি যারা এই বই পড়ছে তারা অন্যান্য বইয়ের মাধ্যমে বাংলাভাষা ও শব্দের বহুল সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

বাংলায় একই শব্দের একাধিক বানান অভিধানসম্মত। আমরা সহজতম রূপটি **আনন্দ পাঠে** ব্যবহার করেছি। যেখানে সংকলিত লেখকের ব্যবহৃত বানান আমাদের বানানের চেয়ে অন্যরকম, সেখানে লেখকের ব্যবহৃত বানান অক্ষুণ্ণ রেখেছি।

আমরা আশা করি পাঠ্যবিষয়ের বৈচিত্র্য, এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত রচনা প্রণালীর জন্য **আনন্দ পাঠ পাঠমালা** শিক্ষার্থীর বিশেষ সহায়ক হবে এবং শিক্ষকদের কাছে গ্রহণীয় হবে।

গণেশ বাগচী
মহাশ্বেতা দেবী

রচনাসূচী

ঋণস্বীকার

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি : 'মালগাড়ি'র জন্য।

শ্রীঅজিত দত্ত ও দিগন্ত পাবলিশার্স : 'রান্নার কান্না'র জন্য।

সুলতানের সাহস

মকবুল সপ্তাহে চারদিন ডাক নিত। তারপর কি হত ?

অনেকদিনের	ডাক রাণার	ডাক নিয়ে যাচ্ছে	বর্শা		
আট মাইল	চার মাইল	ডাকঘর	ডাকের থলি	জুড়ে	বুঝত
জেলায়	স্টেশনের	অনেক দূরে	সপ্তাহে	স্টেশনে	
বর্শার	ডাকের থলিটা	গার্ড সায়েবকে	ঠ্যাঙাড়ে		
ঠ্যাঙাড়েরা	শব্দ হত	দাঁড়াত	কেড়ে নিত	দিয়ে দিত	ভয় ছিল

সে অনেকদিনের কথা।

বর্ধমান জেলায় একটা গ্রামে সুলতান আলমের বাড়ি ছিল।



সুলতানের বাবা মকবুল ছিল ডাক রাণার। ওদের গ্রাম আর স্টেশনের মধ্যে আট মাইল পথ। তার ভেতরে চার মাইল জুড়ে একটা বন ছিল। অনেক দূরে কালীতলা গ্রামে ডাকঘর ছিল। মকবুল সপ্তাহে চার দিন সেখান থেকে ডাক নিত। কাঁধে ডাকের থলি নিত আর হাতে নিত একটা বর্শা। বর্শার গায়ে ঘুঙুর বাঁধা। তাতে শব্দ হত ঝুম ঝুম ঝুম। সবাই বুঝত মকবুল ডাক নিয়ে যাচ্ছে।

সন্ধে সাতটায় ট্রেন আসত। ছোট স্টেশনে একটু দাঁড়াত। মকবুল গার্ড সায়েবকে ডাকের থলিটা দিয়ে দিত। পথে ঠ্যাঙাড়ের ভয় ছিল। ঠ্যাঙাড়েরা মানুষ মারত আর টাকাপয়সা কেড়ে নিত।

রচনাসূচী

ঋণস্বীকার

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি : 'মালগাড়ি'র জন্য।

শ্রীঅজিত দত্ত ও দিগন্ত পাবলিশার্স : 'রান্নারকান্না'র জন্য।

সুলতানের সাহস

মকবুল সপ্তাহে চারদিন ডাক নিত। তারপর কি হত ?

অনেকদিনের	ডাক রাণার	ডাক নিয়ে যাচ্ছে			বর্শা
আট মাইল	চার মাইল	ডাকঘর	ডাকের থলি	জুড়ে	বুঝত
জেলায়	স্টেশনের	অনেক দূরে	সপ্তাহে		স্টেশনে
বর্শার	ডাকের থলিটা	গার্ড সায়েবকে			ঠ্যাঙাড়ে
ঠ্যাঙাড়েরা	শব্দ হত	দাঁড়াত	কেড়ে নিত	দিয়ে দিত	ভয় ছিল

সে অনেকদিনের কথা।

বর্ধমান জেলায় একটা গ্রামে সুলতান আলমের বাড়ি ছিল। সুলতানের বাবা মকবুল ছিল ডাক রাণার। ওদের গ্রাম আর স্টেশনের মধ্যে আট মাইল পথ। তার ভেতরে চার মাইল জুড়ে একটা বন ছিল। অনেক দূরে কালীতলা গ্রামে ডাকঘর ছিল। মকবুল সপ্তাহে চার দিন সেখান থেকে ডাক নিত। কাঁধে ডাকের থলি নিত আর হাতে নিত একটা বর্শা। বর্শার গায়ে ঘুঙুর বাঁধা। তাতে শব্দ হত ঝুম ঝুম ঝুম। সবাই বুঝত মকবুল ডাক নিয়ে যাচ্ছে।



সন্ধে সাতটায় ট্রেন আসত। ছোট স্টেশনে একটু দাঁড়াত। মকবুল গার্ড সায়েবকে ডাকের থলিটা দিয়ে দিত। পথে ঠ্যাঙাড়ের ভয় ছিল। ঠ্যাঙাড়েরা মানুষ মারত আর টাকাপয়সা কেড়ে নিত।

একদিন মকবুল ডাক নিয়ে বেরোল।
তারপর কি হল ?



বেরিয়েছে		খবর এল
সাপে কামড়েছে	রোজারা	রোজা
ডাকের থলে	কামড়ায়	চলে যাবে
ট্রেন	পিঠে ফেলল	ঢুকে পড়ল
লাঠি ছোঁড়ে	পড়ে যায়	বনের ভেতর
কেড়ে নেয়	পাড়াগাঁয়ে	ডাক নিয়ে
জল খেতে	ডাকের	কি হবে
তখনি	যখন	ছুটে গেল

একদিন মকবুল ডাক নিয়ে বেরিয়েছে। বিকেল চারটেয় খবর এল ওকে সাপে কামড়েছে। বড়সাগর গ্রামে ও পুকুরে জল খেতে গিয়েছিল। তখনি সাপে ওকে কামড়ায়। সুলতান ছুটে গেল। দেখল রোজা বাবাকে দেখছে। পাড়াগাঁয়ে সাপে কামড়ালে রোজারা দেখে। সুলতানকে দেখে মকবুল বলল, ট্রেন যে চলে যাবে। ডাকের কি হবে বাপ ?

আমি নিয়ে যাব ?

না না। পথে ডাকাত আর ঠ্যাঙাড়ে আছে।

তবে আমি ডাকের থলি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

সুলতান কিন্তু নিজের গ্রামের দিকে গেল না। ভারি থলিটা ও পিঠে ফেলল। তারপর বনের ভেতর ঢুকে পড়ল। এই বনেই ঠ্যাঙাড়েরা থাকে। দূর থেকে ওরা লাঠি ছোঁড়ে। মানুষ যখন পড়ে যায় তখন ওরা সব কেড়ে নেয়।



বনের ভেতর সুলতান ঢুকল। তারপর কি হল? বনটা কি রকম?

দাঁতাল শুওর   নিঝুম   ধরতে পারল না   ঝোপঝাড়
দৌড়তে দৌড়তেই   কেন না   দেখতে পেল না   রাখাল
পায়ের শব্দ   অন্য সময়   অথচ   হারিয়ে গিয়েছে
রোদ নেই   প্রাণের ভয়ে

এ বনে চিতাবাঘ, দাঁতাল শুওর আর সাপ আছে। তখন বিকেল পাঁচটা, অথচ বনের ভেতর রোদ নেই। চারদিক অন্ধকার নিঝুম। সুলতান খুব ভয় পেল, কিন্তু ও একবারও দাঁড়ালনা। ছুটতে ছুটতে ও হঠাৎ শুনতে পেল, কে যায়?

সুলতান দৌড়তে দৌড়তেই বলল, আমি একটা রাখাল গো!

এখানে কি হচ্ছে?

একটা গরু হারিয়ে গিয়েছে তাই খুঁজছি।

বনের ভেতর সরু পথ। পথ ছেড়ে সুলতান ঝোপঝাড় দিয়ে ছুটতে লাগল। ও বুঝতে পারল লোকটা ওর পেছনে ছুটছে, কেন না পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্য সময় হলে লোকটা সুলতানকে ধরে ফেলত। কিন্তু সুলতান ছুটছে প্রাণের ভয়ে। ওকে লোকটা দেখতে পেল না। ধরতে পারল না।

সুলতান মানুষের কথাবার্তা কেমন করে শুনল ? কারা কথা বলছিল ?

সুলতান স্টেশনে পৌঁছবার পর কি হল ?

প্রশংসা করলেন অবাক হয়ে গেল স্টেশন মাস্টার
ডাকের থলিটা জোনাকি জ্বলছে সময় হয়েছে দোলাচ্ছেন
চেঁচিয়ে বলল পেরিয়ে গেল চাঁদ উঠেছে শোনা গেল
বেঁচে গেলে ট্রেন ছাড়বার হই হেট হেট একফালি
নিশান বাছা মোষ হাট হুড়ার নেকড়েকে
হায়েনা নিশ্চয় গার্ডসায়েব এস নিয়ে নিলেন

বনটা পেরিয়ে গেল সুলতান। তখন সন্ধে। জোনাকি জ্বলছে। শেয়াল ও হায়েনা ডাকছে। হায়েনা আর নেকড়েকে সুলতানরা বলে হুড়ার। আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। হঠাৎ মানুষের কথা শোনা গেল। কয়েকটা লোক বলছে, হই হেট হেট। সুলতানের মনে পড়ল কাল সকালে মঙ্গলগঞ্জের হাট। ওরা নিশ্চয় হাটে গরু আর মোষ নিয়ে যাচ্ছে। সুলতান চেঁচিয়ে বলল, তোমরা একটু দাঁড়াও। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।

লোকগুলো আরো চেঁচিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি এস।

পেছন থেকে ঠ্যাঙাড়েটা বলল, আজ খুব বেঁচে গেলে বাছা।

সুলতান যখন স্টেশনে পৌঁছল তখন ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছে। গার্ড সায়েব সবুজ নিশান দোলাচ্ছেন। উনি একহাতে ডাকের থলিটা নিয়ে নিলেন।

স্টেশন মাস্টার সুলতানকে খুব প্রশংসা করলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল। এইটুকু ছেলের অত সাহস !



ঘাসের দাদা বাঁশ

বাঁশ কি কি কাজে লাগে ? বাঁশ কোন জাতির গাছ ?

বন্যায় লক্ষ লক্ষ	গরুর গাড়ি
চটপট টেকসই	দেশ ছেড়ে
চলে এল তৈরি হয়	এক রকম
কিংবা জাতীয়	বাঁশের চাটাই
খাটিয়া দোলনা	মোড়া
ভুট্টা গাছপালার	শামিয়ানা
ঘাস জাতি	জাতীয়
চাষীর টুপি	ছাতার বাঁট



বন্যায় ঘরবাড়ি ভেসে গেল অথবা লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে চলে এল কিংবা মেলা বসল। তখন চটপট ঘর তৈরি করতে চাই বাঁশ আর বাঁশের চাটাই। খাটিয়া, দোলনা, গরুর গাড়ি, ঝুড়ি, মোড়া, চাষীর টুপি, ছাতার বাঁট, সব কিছু তৈরি করতে বাঁশ দরকার হয়। শহরে বা গ্রামে শামিয়ানা খাটাতে বাঁশ আগে দরকার।



বাঁশ জাতিতে আর কি কি গাছ আছে? আমাদের রাজ্যে কি কাগজ তৈরি হয়? বাঁশ কোথা থেকে আসে?
বাঁশের বিষয়ে আর কি কি খবর জান?

বাঁশ গাছ	বাঁশের বীজ	বাঁশ পাতা	বাঁশের চাটাইয়ের		
বংশলোচন	বাঁশের কোঁড়	কাগজের কলে	দুর্ভিক্ষের সময়ে		
রাজ্য থেকে	এক জাতীয়	সেদ্ধ করে	ভূমিকম্প হয়	সিমেণ্ট	
কচি কচি	রেশম	রেয়ন	খাদ্য	বালি	কাগজের কলে
নকল	প্রিয়	ফাঁপা	খোলের	সবে	ধানের

বাঁশ থেকে যে কাগজ তৈরি হয় তা খুব টেকসই। যাঁরা গাছপালার কথা জানেন তাঁরা বলেন বাঁশ ঘাস জাতীয় একরকম গাছ। এই যে ঘাস জাতি, এর মধ্যে আছে ধান, যব, গম, ভুট্টা।

পশ্চিম বঙ্গে কাগজ তৈরি হয়। কিন্তু এখানে বেশি বাঁশ হয় না। তাই বাইরের রাজ্য থেকে আমাদের কাগজের কলে বাঁশ আসে। বাঁশের আরো কত খবর আছে। এক জাতীয় বাঁশ থেকেই তৈরি হয় নকল রেশম বা রেয়ন। দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষ বাঁশের বীজ সেদ্ধ করে খেয়েছে। বাঁশের বীজ অনেকটা ধানের মত। বাঁশপাতা ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগলের প্রিয় খাদ্য। হাতি কচি কচি বাঁশ খেতে ভালবাসে। বাঁশ যখন সবে জন্মায় তাকে বলি কোঁড়। বাঁশের কোঁড় দিয়ে খুব সুন্দর তরকারি রান্না হয়। বাঁশের ফাঁপা খোলের ভেতর একরকম সাদা, শক্ত জিনিস হয়। তার নাম বংশলোচন, আর তা দিয়ে ওষুধ তৈরি হয়।

আসামে ভূমিকম্প হয়। তাই সেখানে বাঁশের চাটাইয়ের ওপর বালি আর সিমেণ্ট দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়।

বাঁশ কত লম্বা হয় ?

আসাম অঞ্চলে বাঁশ দিয়ে কি কি কাজ হয় ?

বাঁশের ফুল বিষয়ে কি কি জান ?

খোলে	অঞ্চলে	চোঙায়	বাঁশে	একশো ফুট	লম্বা হয়
বাঁশ গাছে	ফুল ফোটা	বাঁশের ফুল	মজার ব্যাপার	পরে পরে	
দশ বারো লিটার	দশ বারো	পঞ্চাশ যাঠ বছর	রাখা যায়		
দুধ মাপত	ফুল ফোটে	জাতের	বাঁশঝাড়	ক্ষতি হয় না	

বাঁশের একটা জাত আছে তার এক একটা বাঁশ একশো ফুট অবধি লম্বা হয়। তার খোলে দশ বারো লিটার জল রাখা যায়। আসাম অঞ্চলে খুব বাঁশ জন্মায়। সেখানকার মানুষ অনেক সময়ে বাঁশের খোলে খাবার রাখে, জল রাখে। আগে গ্রামে অনেকে বাঁশের চোঙায় দুধ মাপত। যেখানে ঘন বাঁশঝাড় থাকে সেখানে বন্যায় বেশি ক্ষতি হয় না।

বাঁশের ফুল ফোটা বড় মজার ব্যাপার। বাঁশের ফুল দশ বারো বছর বা আরো বেশিদিন পরে পরে ফোটে। কোন কোন জাতের বাঁশে পঞ্চাশ যাঠ বছর পরে পরে ফুল ফোটে।





রাজার মত রাজা - অশোক

অশোক কবে জন্মান? তাঁর বাবার নাম কি? অশোকের রাজধানী কোথায় ছিল?

অশোককে আমরা কেন বড় বলি? তাঁর নাম ধর্মাশোক কেন হয়?

পৃথিবীতে	অন্য কারণে	জন্মের	যুদ্ধ	সেদিনের
সেদিন	থেকে	জন্মেছেন	জন্ম হয়	দুঃখ হল
মনে রেখেছি	লড়তে পারতেন	যুদ্ধ করলেন	যুদ্ধ করেন নি	

অশোকের মত রাজা পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই শ বছরেরও আগে অশোকের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম বিন্দুসার মৌর্য। এখন যেখানে পাটনা, একদিন সেখানেই ছিল অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্র।

অশোক কেন বড়? তাঁর মস্ত বড় রাজ্য ছিল বলে? তা নয়। অশোককে আমরা অন্য কারণে মনে রেখেছি।

অশোক যুদ্ধ ভালোবাসতেন। ভালো লড়তে পারতেন। আজকের উড়িষ্যা সেদিনের কলিঙ্গ। সেখানে যুদ্ধ করলেন অশোক। অনেক লোক মারা গেল। দেখে অশোকের খুব দুঃখ হল। সেদিন থেকে অশোক আর যুদ্ধ করেন নি। তাঁর নামই হয়ে গেল ধর্মাশোক।



অশোক কেমন করে সকলকে জানালেন যে তিনি যুদ্ধ চাননা ?
তিনি মানুষের ভালোর জন্যে কি কি করেছিলেন ?

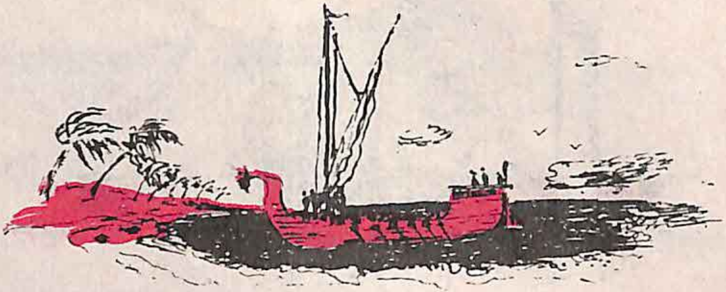
হিংসা ক'রো না	প্রাণী বধ ক'রোনা	ডাক-তার	রেডিও	
খবরের কাগজ	জন্যে	পাথরের স্তম্ভ	গাছ পুঁতেছিলেন	
কুয়ো খুঁড়েছিলেন	থাকার ব্যবস্থা	শ্রদ্ধা করতেন		
ধর্মচক্র	চিকিৎসা	পথিকদের	যুদ্ধ চান না	থামের

তখন ডাক-তার অথবা খবরের কাগজ কিংবা রেডিও, কিছুই ছিল না। অশোক কেমন করে সবাইকে জানালেন যে তিনি যুদ্ধ চান না, সকলের ভালো চান ?

অশোক দেশের জায়গায় জায়গায় পাথরের স্তম্ভ বসালেন। সে থামের ওপরে সিংহ আর ধর্মচক্র। থামের গায়ে অনেক ভালো ভালো কথা লেখা হল : হিংসা ক'রো না, প্রাণীবধ ক'রো না। অতিথির সেবা ক'রো।

অশোক বুদ্ধদেবকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। সারা দেশে কত কুয়ো খুঁড়েছিলেন তিনি, কত গাছ পুঁতেছিলেন। মানুষ এবং জীবজন্তুর চিকিৎসা ও থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। পথিকদের জন্যে পথের পাশে ঘর করে দিয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে অশোক কি কি ব্যবস্থা করেন ?
ধৌলির শিলালিপিতে কি লেখা আছে ?

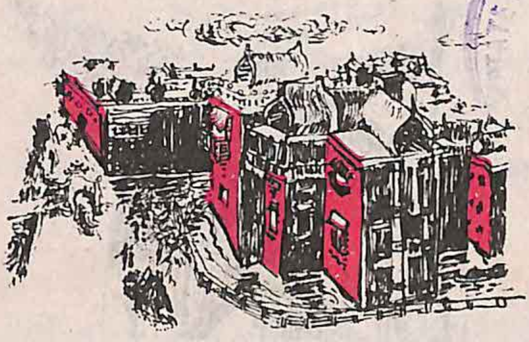


বৌদ্ধধর্মের কথা	প্রচার করবার	লোক পাঠালেন		রাজপুত্র
রাজকন্যা	অশোকস্তম্ভের	শিলালিপিটা		মনের কথা
ঝিরঝিরে	সুযোগ পাও	দাঁড়িও	দেখো	মনে হবে
বলে দিচ্ছে	সুখে থাকুক	ভালো থাকুক		নির্জন দুপুরে
মানুষই	প্রজা	সন্তান	বিষয়েই	শুনতে শুনতে

অশোক ব্রহ্মদেশ ও সুমাত্রায় বৌদ্ধধর্মের কথা প্রচার করবার জন্যে লোক পাঠালেন। রাজপুত্র মহেন্দ্র ও রাজকন্যা সংঘমিত্রাকে পাঠালেন সিংহলে। সিংহলের নাম তখন তাম্রপর্ণী।
সে সব দিন কোথায় চলে গেছে। তবে উড়িষ্যায় ধৌলিতে পাথরের স্তম্ভ আজো আছে। যদি সুযোগ পাও, কোন নির্জন দুপুরে, ঝিরঝিরে বাতাসে, পাখির ডাক শুনতে শুনতে ধৌলির অশোকস্তম্ভের সামনে দাঁড়িও। শিলালিপিটা দেখো। মনে হবে কে যেন অশোকের মনের কথা বলে দিচ্ছে,

সবে মুনিসে পজা মমা

সব মানুষই আমার প্রজা। আমি যেমন চাই আমার সন্তান সুখে থাকুক, ভালো থাকুক, সব মানুষ বিষয়েই আমার সেই ইচ্ছে।



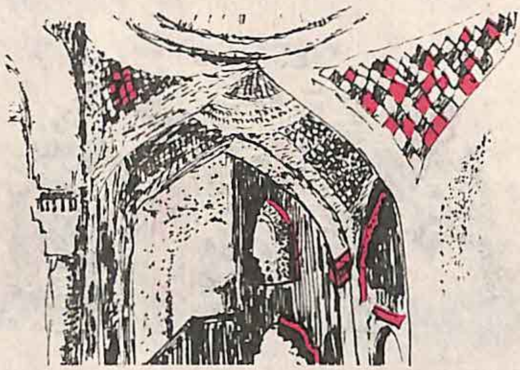
বাংলার রাজধানী

কর্ণসুবর্ণ বিষয়ে যা জান লেখ।

ষষ্ঠ শতাব্দীর	পশ্চিম তীরে	বইপত্র	একেক
লেখাপড়া শেখবার	বৌদ্ধ বিহার	দু মাইল	নগরী
ব্যবস্থা থাকত	স্থাপন করেন	ধর্ম	মানেন
পূজো করা হত	বৌদ্ধধর্ম	বৌদ্ধ	চোদ্দ শ

বাংলার রাজধানী একেক সময়ে একেক জায়গায় ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে, মানে প্রায় চোদ্দ শ বছর আগে রাজা শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেন। এখনকার মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে প্রায় দু মাইল জুড়ে কর্ণসুবর্ণ নগরী ছিল। কাছেই ছিল রক্তমৃত্তিকা নামে একটি বৌদ্ধ বিহার। বুদ্ধদেবের নামে যে ধর্ম তাকে বলা হয় বৌদ্ধধর্ম। যাঁরা সে ধর্ম মানেন তাঁদের বলি বৌদ্ধ। বিহার এমন এক জায়গা যেখানে বুদ্ধদেবের পূজো করা হত। সেখানে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা থাকত, অনেক বইপত্র থাকত।

এখন সে জায়গা দুটির নাম কানসোনা আর রাঙামাটি।



এই জায়গাগুলো বিষয়ে তুমি কি জান : পুণ্ড্রনগর-মহাস্থান, কোটিবর্ষ-বাণগড়, রামাবতী ?

সাত মাইল		ছ মাইলেরও		১৮০০ ফুট	১৫০০ ফুট
লম্বায়	চওড়ায়	সঙ্গমে	সঙ্গম	শাসকরা	মেশে
জায়গা	জুড়ে	গড়লেন		নদীর স্রোত	সরে যায়

এখনকার বাংলাদেশের বগুড়া শহর থেকে সাত মাইল দূরে ছিল পুণ্ড্রনগর-মহাস্থান। করতোয়া নদীর ধারে ছ মাইলেরও বেশি জায়গা জুড়ে নগরটি ছিল।

পাল রাজাদের সময়ে গঙ্গা আর মহানন্দা নদীর সঙ্গমে রামাবতী নগরী তৈরি হয়। যেখানে একটি নদী আরেকটি নদীর সঙ্গে মেশে তাকে বলি সঙ্গম।

পরে লক্ষ্মণসেন রামাবতীর কাছে চোদ্দ পনের মাইল জায়গা জুড়ে লক্ষ্মণাবতী নগর তৈরি করেন। তারপর তুর্কী শাসকরা যখন এলেন, তাঁরা এখানেই নতুন করে গৌড়-লখ্‌নৌতি বা গৌড় নগর গড়লেন। কিছুদিন পরে রাজধানী চলে যায় কাছেই পাণ্ডুয়ায়।

তারপর গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর স্রোত অন্যদিকে সরে যায়, সুতরাং গৌড় ও পাণ্ডুয়া ছেড়ে সবাই চলে যায়।

লক্ষ্মণাবতী নগরী কে তৈরি করেন ?

গৌড় ও পাণ্ডুয়া ছেড়ে সবাই চলে গিয়েছিল কেন ?

মুর্শিদাবাদ কবে তৈরি হয় ? সেখানকার কোন কোন নবাবের কথা জান ?

কলকাতাকে কারা রাজধানী করেন ? ভারতের রাজধানীর নাম কি ?

১৭০৫ সালে	১৭৫৭	১৯১১	১৯১২	শেষ
কেননা	আগেও	স্বাস্থ্য	খারাপ	স্বাধীন
পর্যন্ত	ওখানকার	হয়ে গিয়েছিল	নবাব হন	হেরে যান

কেননা ওখানকার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

আকবরের সময়ে ঢাকায় রাজধানী ছিল। জাহাঙ্গীর রাজমহলে রাজধানী নিয়ে যান।

১৭০৫ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার নবাব হন। তখন তৈরি হয় মুর্শিদাবাদ। এই মুর্শিদাবাদেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌলা রাজত্ব করেন। ১৭৫৭ সালে ইংরেজ ক্লাইভের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি হেরে যান।

ইংরেজরা কলকাতাকে ১৭৭৪ সাল থেকে রাজধানী করলেন। ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। দিল্লী অনেক আগে ভারতের রাজাধানী ছিল। ১৯১২ সাল থেকে আবার দিল্লী ভারতের রাজধানী হল।

মালদহ শহরে গেলেই গৌড় ও পাণ্ডুয়া দেখে আসতে পার। মুর্শিদাবাদও কলকাতার খুব কাছে।

মালগাড়ি

যিনি কবিতা লেখেন তাঁকে আমরা কবি বলি। কবি কেন মালগাড়ি হতে চান ?

প্যাসেঞ্জার আর মেলট্রেন কি করে ?

মালগাড়ি আর প্যাসেঞ্জার ও মেলট্রেনের মধ্যে তফাত কোথায় ?

মেল ট্রেন	মালগাড়ি	ঘটর ঘটর		দিনরাত্তির তাড়া
ভ াঁটার নদী	জন্মদিনে	পরী	বর	চেয়ে নেব
প্যাসেঞ্জার	কাজের ধান্দা		যাত্রী	ভাবনা
লেট হয়ে যায়	ওঠায় নামায়		খুশির	দায়
টাইম টেব্‌ল	ট্রেনগুলো	এক লাইনেই		যাওয়া আসা
বাঁধা	ঠিক-ঠিকানা	থামতে যেতে		মানা
হাঁসফাঁসিয়ে	যাচ্ছি যাব	পৌঁছতে চায়		অশেষ
চলতে পাওয়া	যতদূরেই	সুখ	মিষ্টি	ভুলে

চাইনা আমি তুফান কি মেল ট্রেন
মালগাড়ি হই একটি শুধু যদি
ঘটর ঘটর দিনরাত্তির চলি,
নেইক তাড়া, যেন ভ াঁটার নদী।

(৩)



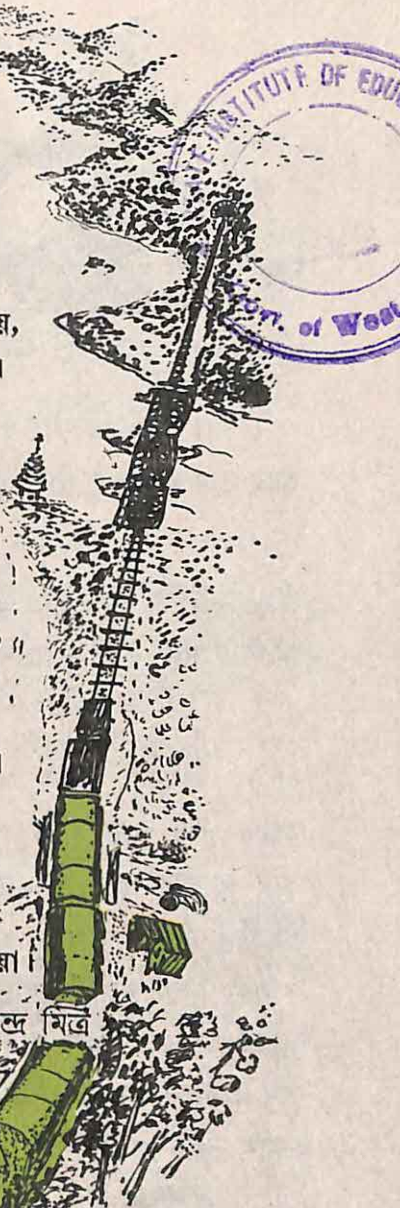
জন্মদিনে মিষ্টি একটা পরী
ভুলে যদি আসে আমার বাড়ি,
চেয়ে নেব একটি শুধু বর,—
বলব, 'আমায় কর না মালগাড়ি।'

প্যাসেঞ্জার কি মেলট্রেন সব যত
শুধু কাজের ধান্দা নিয়েই আছে,
স্টেশন পেলেই যাত্রী ওঠায় নামায়,
ভাবনা শুধু লেট হয়ে যায় পাছে।

আমার শুধু নিজের খুশির চলা,
দায় নেইক টাইম টেব্‌ল দেখার।
যত দূরেই যেখানে যাই না কো
সারা লাইন শুধু আমার একার।

ট্রেনগুলোত এক লাইনেই ছোটে,
যাওয়া আসার বাঁধা ঠিক ঠিকানা।
আমার জন্যে সব রাস্তাই খোলা
থামতে যেতে কোথাও নেই মানা।

ওরা যখন হাঁসফাঁসিয়ে মরে
যাচ্ছি যাব করেই আমার যাওয়া।
ওরা শুধু পৌঁছতে চায় ছুটে,
আমার সুখ ত অশেষ চলতে পাওয়া।



প্রেমেন্দ্র মিত্র





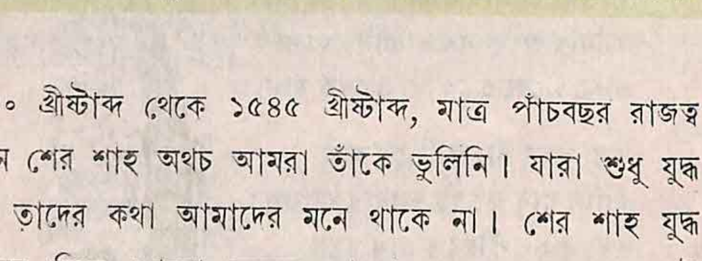
রাজার মত রাজা—শের শাহ

শের শাহ কতদিন রাজত্ব করেন? তাঁর নাম আগে কি ছিল? কবে নাম হয় শের খাঁ? শের শাহ নাম কবে থেকে হয়?

পাঁচ বছর	পঞ্চাশ বছর	খ্রীষ্টাব্দ	রাজত্ব করেন
মারবার পর	ভুলি নি	মনে থাকে না	সম্রাট বলেন

১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, মাত্র পাঁচবছর রাজত্ব করেন শের শাহ অথচ আমরা তাঁকে ভুলিনি। যারা শুধু যুদ্ধ করে তাদের কথা আমাদের মনে থাকে না। শের শাহ যুদ্ধ করতেন কিন্তু আরো অনেক ভালো কাজও করতেন, তাই আমরা তাঁকে মনে রেখেছি।

আগে ওঁর নাম ছিল ফরিদ খাঁ শূর। পঞ্চাশ বছর বয়সে একটা বাঘ মারবার পর ওঁর নাম হয় শের খাঁ। যখন ভারতবর্ষের সম্রাট হলেন তখন থেকেই তাঁর নাম শের শাহ।



হুমায়ুন কেন নিজামকে সিংহাসনে বসতে দিয়েছিলেন ?
রাজস্থানে যুদ্ধ করতে গিয়ে কি হয় ?

হারিয়ে দেন	চামড়ার থলিতে	জল ভরে	বাজরা	ভিস্তি
ব্যবস্থা করেছিলেন	ছ ঘণ্টার জন্যে	হারাচ্ছিলাম	বিপদে পড়েন	
ব্যবসা বাণিজ্যের	বাদশাহ হন	বাদশাহ হলেন	নিয়ম করেন	
মাপ	যুদ্ধ করতে গিয়ে	যথাসম্ভব	হেরে যাবার	সিংহাসনে
জমি মাপবার	ভাগ করে	জল দেয়	এক মুঠো	বাজরার
সিংহাসনটা	দেশকে	সরকার	পরগনায়	ঝাঁপ দেন

শের শাহ ছিলেন আফগান। আকবরের বাবা হুমায়ুনকে তিনি যুদ্ধে হারিয়ে দেন। চামড়ার থলিতে জল ভরে যারা জল দেয় তাদের আমরা ভিস্তি বলি। শোনা যায় হুমায়ুন একবার যুদ্ধে হেরে যান। তখন তিনি নদীতে ঝাঁপ দেন। নিজাম নামে একজন ভিস্তি তাঁকে বাঁচায়। পরে হুমায়ুন আবার বাদশাহ হন। তখন তিনি নিজামকে ছ ঘণ্টার জন্যে দিল্লীর সিংহাসনে বসতে দেন।

হুমায়ুন হেরে যাবার পর শের শাহ ভারতের বাদশাহ হন।

শের শাহ বাংলা, রাজস্থান, পাঞ্জাবে অনেক যুদ্ধ করেন। রাজস্থানে মাড়বারের রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি খুব বিপদে পড়েন। রাজস্থানে বাজরা নামে একরকম শস্য হয়। শের শাহ বলেছিলেন, একমুঠো বাজরার জন্যে আমি দিল্লীর সিংহাসনটা হারাচ্ছিলাম।

শের শাহ দেশকে সরকার ও পরগনায় ভাগ করেন। তিনি জমি মাপবার যে নিয়ম করেন তা আজও আছে। শের শাহ চাষবাসের ভালো ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের ভালো ব্যবস্থা করেছিলেন।

শের শাহ দেশের জন্য কি কি করে ছিলেন ?
তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি কি ?
কি ভাবে তাঁর মৃত্যু হয় ? তাঁর সমাধি কোথায় আছে ?

ব্যবহার করেছিলেন	সীমান্ত থেকে	ছেড়ে দিয়েছেন	দুঃসময়ে	
ভাষা	দরকার	সরকারী	ফারসী ভাষা	শস্যের ক্ষতি
চাষীদের	খাজনা	কেল্লা	সমাধি	বাঁধিয়ে দেন
চওড়া করে	বারুদ ফেটে	যুদ্ধের সময়ে	কেল্লায়	

সে কতদিন আগের কথা। শের শাহ তখনি বুঝেছিলেন, দেশে একটা সরকারী ভাষা থাকা খুব দরকার। তাই সরকারী কাজে তিনি ফারসী ভাষা চালু করেন।
তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বা বাদশাহী সড়ক। বাংলার পুব সীমান্ত থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত দেড়হাজার মাইল লম্বা একটি রাস্তা হয়ত আগে থেকেই ছিল। শের শাহ সে রাস্তাকে চওড়া করে বাঁধিয়ে দেন। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, এইসব জায়গাতেও নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করেন।

দেশে দুর্ভিক্ষ অথবা বন্যা কিংবা যুদ্ধ হলে চাষবাস ও শস্যের ক্ষতি হয়। শের শাহ সে সময়ে চাষীদের ধান, গম, দিতেন। দেশের দুঃসময়ে শের শাহ চাষীদের খাজনা ছেড়ে দিয়েছেন।
বুন্দেলখণ্ডে কালিঞ্জরের কেল্লা আছে। যুদ্ধের সময়ে কালিঞ্জরের কেল্লায় বারুদ ফেটে শের শাহ মারা যান। বিহারে সাসারামে তাঁর যে সমাধি আছে তা যেমন বড়, তেমনি চমৎকার।



নিজে লেখ

নিচে ১৩ লাইনে একটা গল্প লেখা হয়েছে। অনেক লাইনেই দুটো একটা কথা বাদ পড়েছে। শূন্য জায়গায় কথাগুলো বসিয়ে গল্পটা নতুন করে লেখ :

১। একটা বড় পুকুর আছে, আর পুকুরের ধারে আছে একটা জামগাছ।

২। জামগাছে একটা বাঁদর—। পুকুরে মেয়েরা— —আর জল—। একদিন একটা ছোট মেয়ে— —করতে এল।

৩। গলার সোনার হারটা—ও ঘাসের—রাখল। তারপর—নামল।

৪। বাঁদরটা গাছ—নামল,—নিল,—পরল তারপর—উঠে গেল।

৫। মেয়েটার বন্ধুরা বলল— —নিয়ে গেল যে?

৬। মেয়েটা— —উঠল। তারপর খুব—লাগল।

৭। ওর বন্ধু—টাকে ঢিল—। —টা ওদের গায়ে পাকা জাম—লাগল।

৮। একটা মেয়ের—পুঁতির—ছিল। ও—টাকে—মালাটা দেখাল। —টা অমনি ওকে সোনার—দেখাল।

৯। —টা পুঁতির—খুলল। —টা সোনার— —।

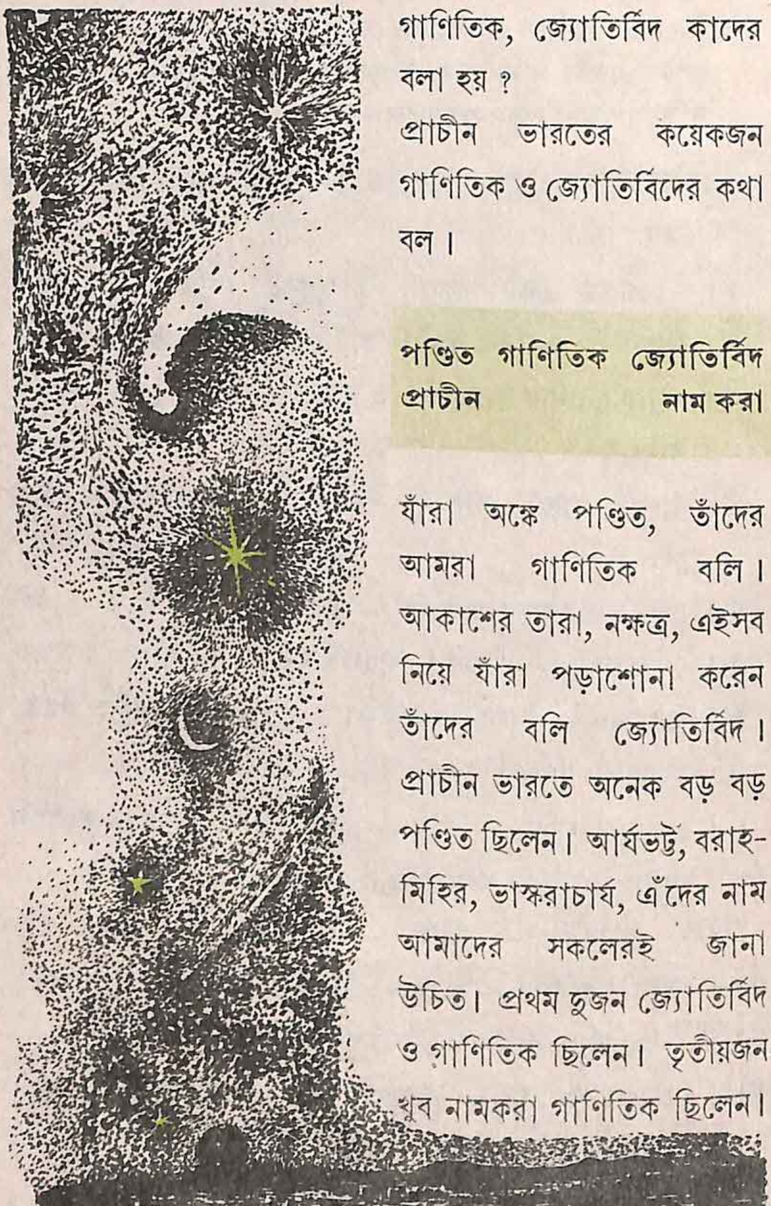
১০। মেয়েটা পুঁতির—ছুঁড়ে—টাকে মারল।

১১। —টা সঙ্গে সঙ্গে— —টা ছুঁড়ে মেয়েটাকে মারল।

১২। মেয়েটা সোনার—টা তুলে নিল। ওরা হাসতে হাসতে—চলে গেল।

১৩। বাঁদরটা পুঁতির মালাটা গলায় পরল। তারপর গম্ভীর হয়ে বসে জাম খেতে লাগল।

অঙ্কের মজা



গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ কাদের বলা হয় ?
প্রাচীন ভারতের কয়েকজন গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদের কথা বল।

পণ্ডিত গাণিতিক জ্যোতির্বিদ
প্রাচীন নাম করা

যাঁরা অঙ্কে পণ্ডিত, তাঁদের আমরা গাণিতিক বলি। আকাশের তারা, নক্ষত্র, এইসব নিয়ে যাঁরা পড়াশোনা করেন তাঁদের বলি জ্যোতির্বিদ। প্রাচীন ভারতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। আর্যভট্ট, বরাহ-মিহির, ভাস্করাচার্য, এঁদের নাম আমাদের সকলেরই জানা উচিত। প্রথম দুজন জ্যোতির্বিদ ও গাণিতিক ছিলেন। তৃতীয়জন খুব নামকরা গাণিতিক ছিলেন।

শূন্যের ব্যবহার বিষয়ে কি জান ?

ভারতীয়রা কোন কোন সংখ্যা পছন্দ করতেন না ?

বাংলার মানুষ কোন কোন সংখ্যা পছন্দ করত ? কেমন করে জানা গেল যে এই সংখ্যাগুলোকে ভালো মনে করা হয় ?

গণিত অঙ্ক কথা পছন্দ করতেন না কেনাবেচার সময়ে পছন্দ করতেন ছড়িয়ে পড়ল দেওয়া নেওয়া ভালো নয় অঙ্কের শূন্য আবিষ্কার শূন্যের ব্যবহার সংখ্যাকে রূপকথার চম্পা সাতরকম পাঁচরকম সাত ভাই গোনা গোনেন অশুভ গল্পে দারোগা চোর ধরতে দারোগাবাবু বাড়িতে ছিল না ধরে নিয়ে গেলেন দুই ভাইকে পশ্চিমের

গণিত বললেই অঙ্কের কথা মনে পড়ে। অঙ্কের নানারকম মজার খবর আছে। একটা খবর হল, আগে শুধু ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ছিল। প্রাচীনভারতে ০ বা শূন্য আবিষ্কার করা হয়। যে কোন সংখ্যা যেমন ৫ বা ৮ বা ৯ এর ডানদিকে ০ বসিয়ে তাকে যে দশগুণ করা যায় তা ভারতবর্ষ পৃথিবীর লোককে শেখায়।

১৩ সংখ্যাটি পশ্চিমের লোকের কাছে অশুভ। ভারতীয়রা দিয়ে যে সংখ্যা শেষ হয়, তা পছন্দ করতেন না, তাই কেনাবেচার সময়ে ১০০ টাকার জায়গায় ১০১ টাকা বা ২০০র জায়গায় ২০১ টাকা দেওয়া নেওয়া পছন্দ করতেন। এক দিয়ে গোনা অশুভ বলে এখনো গ্রামের লোকরা অনেকে রাম-দুই-তিন-চার গোনেন। আমরা কোন কোন সংখ্যাকে ভালো মনে করতাম। রূপকথার গল্পে পড়ি সাতভাই চম্পা ছিল। সাতরকম তরকারি, পাঁচ রকম তরকারি দিয়ে সবাই খেত। বাংলায় নাম রাখা হত এককড়ি, দুকড়ি, পাঁচকড়ি। একবার এক দারোগা পাঁচকড়ি নামে এক চোরকে ধরতে গিয়েছিলেন। তাকে না পেয়ে তার ছোট দুই ভাই দুকড়ি আর তিনকড়িকে ধরে নিয়ে গেলেন।

বললেন, দুই আর তিনে মিলে পাঁচ হল।

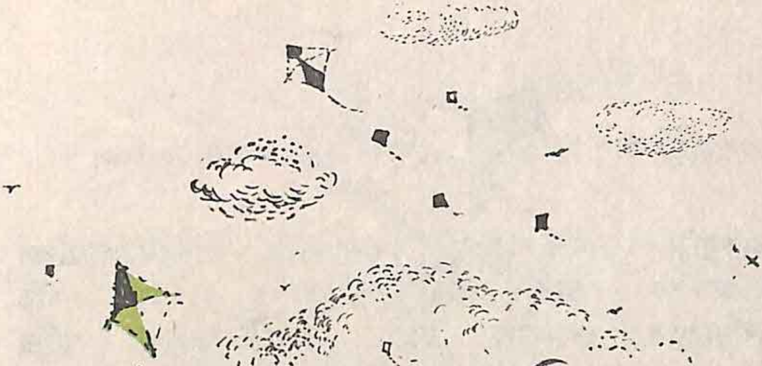
৯০কে ১০টি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়। ১২০কে ১২টি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়। ৮৪কে ও ৮০কে ৮টি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়। তোমরা কি বের করতে পার কোন কোন সংখ্যা দিয়ে ৯০, ১২০, ৮৪ ও ৮০ কে ভাগ করা যায়?

জানবে	মনে করতে	পুরনো দিনের	পছন্দ করত	সংখ্যাটা	
সংখ্যাটিকে	দশটি	সংখ্যা	শুভ	সেকেণ্ড	মিনিটে

ব্যাবিলনের কথা তোমরা পরে জানবে। সে একটা পুরনো দিনের দেশ। ব্যাবিলনের লোকরা ৬০ সংখ্যাটিকে খুব শুভ মনে করত। যে সংখ্যাকে আরো দশটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়, তাকে মিশর, ব্যাবিলন ও প্রাচীন ভারতের লোকরা খুব পছন্দ করত। ৬০কে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ২০ ও ৩০ দিয়ে ভাগ করা যায়। সেই থেকেই সেকেণ্ড ও মিনিটে ৬০ সংখ্যাটি এসেছে।

এ রকম আর কোন সংখ্যার কথা তোমরা ভেবে বের করতে পার যাকে দশটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়?





ভোম্বলের বুদ্ধি

কতরকম ঘুড়ির নাম বলতে পার? এখানে আটটা নাম আছে। তুমি কি আরো জান?

মন্দ নয়	খেপে যায়	সময় এলে
প্রশ্ন কর	শুনিয়ে দেবে	ঘুড়ি ওড়াবার

পাড়ার ভোম্বল ছেলেটা মন্দ নয়। সারা বছর ও ভালোই থাকে। তবে ঘুড়ি ওড়াবার সময় এলে ভোম্বল যেন খেপে যায়। ওকে যদি প্রশ্ন কর, ও তোমাকে কতরকম ঘুড়ির নাম শুনিয়ে দেবে। চাঁদিয়াল, চোখিয়াল, মোমবাতি, শতরঞ্চি, পেটকাটি, ঘয়লা, বুলুম, চৌরংগী, আরো কত কি!

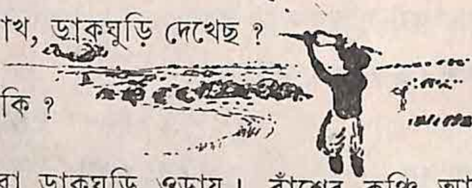




ডাকঘুড়ির কথা কি জান? গোবর্ধন ভোম্বলকে কি বলল?

ডাকঘুড়ি ডাকে না কি খোলা মাঠে কেটে গিয়েছিল
হাওয়া বয় ওড়বার সময়ে হাওয়া বয় কঞ্চি দড়ি
দেখিয়েছে শুকোচ্ছে ওড়ায় শনশনে ঝাঁ ঝাঁ ঘুড়ির

গোবর্ধন ভোম্বলদের কাপড় কাচে। ও একদিন বলেছিল, তুমি এত ঘুড়ির খবর রাখ, ডাকঘুড়ি দেখেছ?



ঘুড়ি আবার ডাকে না কি?

আমাদের দেশে ছেলেরা ডাকঘুড়ি ওড়ায়। বাঁশের কঞ্চি আর মোটা কাগজ দিয়ে ডাকঘুড়ি বানায়। খুব মোটা সুতো অথবা সরু, শক্ত দড়ি দিয়ে ওড়ায়। মস্ত খোলা মাঠে ডাকঘুড়ি ওড়াতে হয়। যখন খুব শনশনে হাওয়া বয়, তখন ওড়বার সময়ে ডাকঘুড়িতে কি রকম গঁ-গঁ-গঁ শব্দ হয়। ভোম্বল বলল, একবার তোমার দেশে যাব। গোবর্ধন বলল, যেও। আমার দেশ বনগাঁর কাছে। সেখানে ইছামতী নদী আছে।

ভোম্বল ঘুড়ি ওড়াবার জন্যে মাঝেমাঝে মণ্টুদের ছাতে যায়। ওদের ছাতটা খুব বড়। ছাতের পাঁচিল একজায়গায় ভাঙা।

সেদিন ভোম্বল খুব সাহস আর বুদ্ধি দেখিয়েছে। ও মণ্টুদের ছাতে গিয়েছিল। তখন দুপুর বেলা। ছাতে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। একদিকে কতকগুলো কাপড় শুকোচ্ছিল। একটা ঘুড়ি কেটে গিয়েছিল।

ভোম্বল দেখছিল ওটা কোথায় পড়ছে।



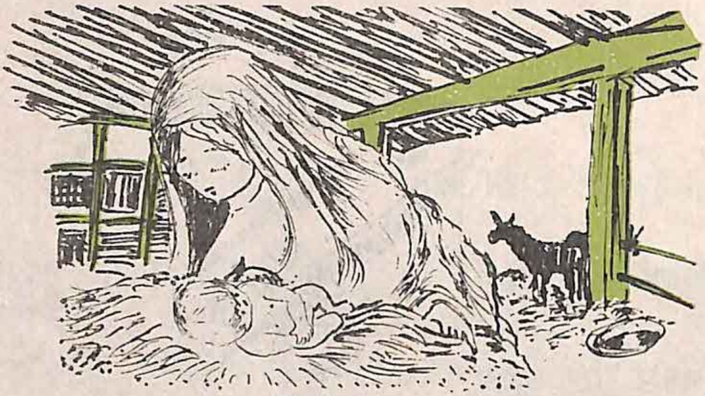
ভোম্বল মণ্টুদের ছাতে যাবার পর কি হল ?
পরদিন ভোম্বল কি বলল ? পঞ্চু কি বলল ?

পাঁচিলটার ভাঙা জায়গায় আটকে গেছে টানল
চেষ্টা করছে দুই কাঁধে হাত দিয়ে ধুপ ধাপ করে
ঝুঁকে পড়েছে নিচে পড়ে গেল গর্ব করতে লাগল
ভাঙা জায়গাটা খেয়াল নেই পড়ে যাবে পড়ে যেত হয়ে যেত

হঠাৎ ভোম্বল দেখল পাঁচিলটার ভাঙা জায়গায় মণ্টুর ছোট ভাই পঞ্চু কি যেন করছে। পাঁচিলটার গায়ে একটা নিমগাছ। গাছে একটা ঘুড়ি আটকে গেছে। পঞ্চু ঘুড়ির সুতো ধরতে চেষ্টা করছে। ও পাঁচিলের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়েছে। ভাঙা জায়গাটা যে নড়ছে, পঞ্চুর সে খেয়াল নেই। বাড়িটা বেশ উঁচু। পঞ্চু এবার নিচে পড়ে যাবে। তারপর কি হবে কে জানে।

ভোম্বল পা টিপে টিপে কাছে গেল। তারপর পঞ্চুর দুই কাঁধে হাত দিয়ে জোরে পেছনে টানল। ওরা দুজনেই ছাতের ওপর পড়ে গেল। পাঁচিলের ভাঙা জায়গাটা থেকে ধুপ ধাপ করে অনেকগুলো ইট নিচে পড়ে গেল।

পরদিন ভোম্বল খুব গর্ব করতে লাগল। বলতে লাগল, আমি না থাকলে পঞ্চুটা পড়ে যেত আর আলুর দম হয়ে যেত। পঞ্চুটা এমন, যে বলতে লাগল, আমি আলুর দম হতাম তাতে ভোম্বলের কি ?



শকাব্দ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্গাব্দ

খ্রীষ্টাব্দ, শকাব্দ, বিক্রমসংবৎ বিষয়ে কি জান ?

খ্রীষ্টাব্দ	বিক্রম সংবতের	খ্রীষ্টাব্দে	শকাব্দ	জন্মের
জায়গাতেই	এক হাজার	ন শ পঞ্চাশ	মানা হয়	গোনা হচ্ছে

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সময় থেকে খ্রীষ্টাব্দ গোনা হয়। এই যেমন ১৯৫০ সাল। তার মানে হল যীশুর জন্মের পর একহাজার ন শ পঞ্চাশ বছর কেটেছে। পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই খ্রীষ্টাব্দ মানা হয়।

ভারতবর্ষে শকরাজা কণিষ্ক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। সেই সময় থেকে শকাব্দ গোনা হচ্ছে। ভারতে শকাব্দ আর খ্রীষ্টাব্দ দুটোই মানা হয়।

উত্তর ভারতের অনেক জায়গায়, রাজস্থানে ও গুজরাটে, বিক্রম সংবতের ব্যবহার আছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্প বোধহয় তোমরা পড়েছ। হয়ত তাঁর নামেই বিক্রম সংবৎ হয়েছে। যীশুর জন্মের ৫৭ বছর আগে থেকে বিক্রম সংবৎ গোনা শুরু হয়েছে।

এখন তোমরা হিসেব কর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ কত শকাব্দ, আর কত বিক্রম সংবৎ ?



বঙ্গাব্দ বিষয়ে কি জান ?

বাংলা বছরের	বাংলা বছর	শুরু হয়	বঙ্গাব্দ
ইংরেজি বছরের	শুরু হয়েছে	শুরু হল	কেটে গেছে
সাড়ে আট	সাড়ে তিন	মত আছে	মনে করা হয়

বঙ্গাব্দ কবে থেকে গোনা হচ্ছে তা নিয়ে কয়েক রকম মত আছে। তবে এখন এই মনে করা হয় যে রাজা শশাঙ্ক যেদিন কর্ণসুবর্ণে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, সেদিন থেকেই বঙ্গাব্দ গোনা হচ্ছে।

খ্রীষ্টাব্দ থেকে বঙ্গাব্দ ৫৯৩ বা ৫৯৪ বছর কম। ইংরেজি বছর শুরু হয় ১লা জানুয়ারি থেকে, বাংলা বছরের পউষ মাসের মাঝামাঝি।

ইংরেজি বছর যখন শুরু হল, তখন বাংলা বছরের সাড়ে আট মাস কেটে গেছে। বাংলা বছর যখন ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হল, তখন ইংরেজি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। ইংরেজি বছরের তখন সাড়ে তিন মাস কেটে গেছে।

ধরা যাক ১৯৭২ সালটা। ১৯৭২ সালের ১৩ই এপ্রিল বাংলা বছর ১৩৭৮ শেষ হয়ে গেল।

হিজরী বিষয়ে কি জান ?

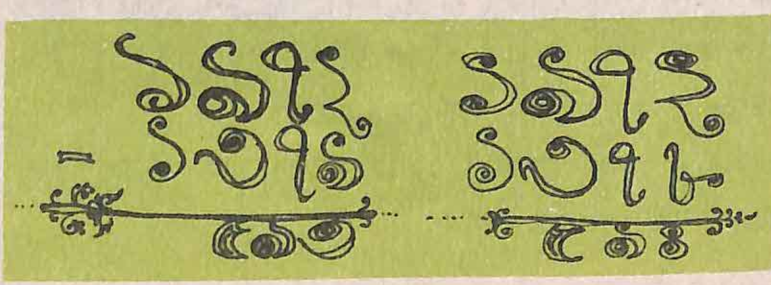
কেন বলা হয় বঙ্গাব্দ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫৯৩/৫৯৪ বছর কম ?

মজাটা	সালটা	বঙ্গাব্দের	হিজরী	তফাৎ হল

আবার ১৯৭২ সালের ১৪ই এপ্রিল থেকে বাংলা ১৩৭৯ সাল শুরু হল। মজাটা দেখলে ? ইংরেজি সালটা ১৯৭২ই রইল। কিন্তু বাংলা বছর ১৩৭৮ আর ১৩৭৯ দুটোই ১৯৭২ এর মধ্যে পড়ে গেল।

১৯৭২ থেকে ১৩৭৯ বাদ দিলে হয় ৫৯৩। ১৯৭২ থেকে ১৩৭৮ বাদ দিলে হয় ৫৯৪। তাই বলছিলাম খ্রীষ্টাব্দ আর বঙ্গাব্দের মধ্যে তফাত হল ৫৯৩/৫৯৪ বছরের।

হিজরী গোনা হয় ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। যেদিন হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনা গেলেন সেই দিনটি থেকে হিজরী গোনা হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে অঙ্কটা এই রকম দাঁড়াল, ইংরেজি সাল ও শকাব্দের মধ্যে ৭৮ বছরের তফাত। ইংরেজি সাল ও বিক্রম সংবতের মধ্যে ৫৭ বছরের তফাত। বিক্রম সংবৎ আরো ৫৭ বছর আগে থেকে শুরু। ইংরেজি সালের সঙ্গে ৫৭ যোগ করলে বিক্রম সংবৎ পাব। ইংরেজি সাল ও বাংলা বছরের মধ্যে ৫৯৩/৫৯৪ বছরের তফাত। ইংরেজি সাল ও হিজরীর মধ্যে ৬২২ বছরের তফাত।



রান্নার কান্না

অর্জুন কেমন রাঁধে ? কে তার রান্না খায় ?
নিজের রান্না অর্জুন নিজেই খেল, তারপর কি হল ?

বেপরোয়া	হাঁড়িতেই	কাঁড়িকাঁড়ি	চটেমটে	বড়বড়		
চাকুরেরা	বেকারে	বেড়ালেরা	রসুই	ঠেকে আছে	শেখা রে	
রাঁধুনি	কার্যে রম্ভা	লঙ্কার	সর্বদা	মন্দ	অধিকাংশ	
বাক্যেই	রাঁধুনি	অহঙ্কার	রেঁধে চলে	বর্বর		
দোষ ধরে	চটে ওঠে	ফোঁস করে	হাঁড়িতেই			

মির্জাপুরের মেসে অর্জুন রাঁধুনি
কার্যে রম্ভা তার বাক্যেই বাঁধুনি।
তরকারি রাঁধতে যে দরকার লংকার
সেটা জানে বলে তার মস্ত অহংকার।
গর্বে সে সর্বদা রেঁধে চলে তড়বড়,
মন্দ যে বলে সে-ই তার মতে বর্বর।
কেউ তার রান্নায় যদি কোন দোষ ধরে
তক্ষুনি অর্জুন চটে ওঠে ফোঁস করে।



বেপরোয়া অর্জুন রাঁধে মাছ মাংস,
হাঁড়িতেই কাঁড়িকাঁড়ি থাকে অধিকাংশ ;
খায় না তা চাকুরেরা, খায় না তা বেকারে,
বেড়ালেরা দূরে থাকে, ঠেকে আছে শেখা রে।
শেষটায় চটেমটে অর্জুন একলাটি
নিজেরি রান্না নিজে খেয়ে নিল একবাটি ;
সেই থেকে অর্জুন ছেড়ে দিয়ে রান্না—
বলে—এ রসুই খাওয়া কন্ম আমার না।

অজিত দত্ত





মন্বন্তর



কোন কোন সময়ে দুর্ভিক্ষ হয় ?
দুর্ভিক্ষ হবার পর কি কি হয় ?

নষ্ট হয়	খেতে পায়না	অসুখ হয়	দেওয়া হয়
বেচতে থাকে	কলেরা হয়	পাঠানো হয়	ফলমূল

বেশি বৃষ্টি বা বন্যা হলে চাষ নষ্ট হয়। আবার কম বৃষ্টি হলে চাষ নষ্ট হয়। তখন গ্রামে দুর্ভিক্ষ হয়। চাষ হয় না, তাই ধানচাল থাকেনা। তখন মানুষ খেতে পায় না। বাড়ির বাসন, গরু, ছাগল সব বেচতে থাকে। তারপর বনজঙ্গলের ফলমূল খেতে শুরু করে। গাছের পাতা, ছাল, সেদ্ধ করে খায়। এইসব বাজে জিনিস খায় বলে অসুখ হয়। ঘাস, খড়, কিছু খেতে পায়না, তাই গরু মোষ মরে যায়।

কত সময়ে কলেরা হয়। গ্রামের মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে কাছের শহরে চলে যায়। শহরের পথে পথে ঘোরে, খাবার চায়।

তখন সরকার থেকে গ্রামে খাবার জিনিস দেওয়া হয়। ডাক্তার আর ওষুধ পাঠানো হয়।



চাঁদা তোলে	দুর্ভিক্ষ হয়েছিল	দুর্ভিক্ষের	খাল
জোগাড় করে	টিউবওয়েল	চলে না	৫০ লক্ষ
সাহায্য যায়	বৃষ্টির জল	চাষীর	মন্বন্তর
প্রতিষ্ঠান	ছিয়াত্তরের	সাধারণত	বাঁধ

শহরের মানুষরা চাঁদা তোলে, খাবার জিনিস জোগাড় করে। অনেক মানুষ একসঙ্গে মিলে যেখানে কাজ করে তাকে বলে প্রতিষ্ঠান। নানা প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্ভিক্ষের জায়গায় সাহায্য যায়। চাষবাসের জন্যে বৃষ্টির জল ছাড়া চাষীর চলেনা। এখন আমাদের দেশে অনেক খাল কাটা হচ্ছে, জলের বাঁধ হয়েছে। তবু সব জায়গায় খাল, বাঁধ, কুয়ো, কিংবা টিউবওয়েল নেই। অতএব আমাদের দেশে সাধারণত বৃষ্টি না হলে দুর্ভিক্ষ হয়।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের আরেক নাম মন্বন্তর। সেটা বাংলা ১১৭৬ সাল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা আমরা ভুলিনি।

তারপ্রায় এক শ বছর পরে ১৮৭৭ সালে দক্ষিণ ভারতে ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়।

১৭৭০, ১৮৭৭, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কোথায় কোথায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ?

পালামৌয়ে কেন খুব দুর্ভিক্ষ হয় ?

কেন অনেক মানুষ ডাকাতি শুরু করে ?

ঘূর্ণিঝড়　　পাহাড়　　পাথর　　খরা　　খরা হয়েছিল

১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা হয়। তারপরেও দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।

ছোটনাগপুরের পালামৌয়ে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। পালামৌয়ে বড় নদী বেশি নেই। চারদিকে শুধু পাহাড়, জঙ্গল আর পাথর। অনেকদিন বৃষ্টি না হলে যা হয়, তাকে খরা বলে। কয়েকবছর আগেও পালামৌয়ে খরা হয়েছিল। ফলে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল আর বহু লোক মারা গিয়েছিল।

দুর্ভিক্ষ হলে মানুষ খেতে পায় না সুতরাং অনেকে ডাকাতি শুরু করে। সেই যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল, তারপরে যে কতলোক ডাকাত হয়ে গিয়েছিল তার ঠিক নেই। কলকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, এগুলো তখন বড় শহর, কিন্তু আশপাশে বড় বড় বনজঙ্গল। শহরের ভেতরেও গাছপালা অনেক। সেখানে ডাকাতরা ঘুরত। নদীর ওপর নৌকো নিয়ে ডাকাতি করত। সেইসব ডাকাতদের গল্প পড়তে আমাদের এখনো ভাল লাগে।





মানুষের মত মানুষ— উইলিয়ম জোন্‌স

উইলিয়াম জোন্‌স কতদিন কলকাতায় ছিলেন ?
কতবছর বয়সে তিনি মারা যান ?

রাজত্ব করেছিলেন	শ্রদ্ধা করি	এগারো বছর
আধখানা	পুরনো বাড়িগুলোর	জড়িয়ে আছে

পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর মোড়ে একটা পুরনো বাড়ি আছে। একটা না বলে আধখানা বলাই ভালো। ওটা কলকাতার সবচেয়ে পুরনো বাড়িগুলোর মধ্যে একটা। ওই বাড়িটার সঙ্গে সার উইলিয়াম জোন্‌সের নাম জড়িয়ে আছে।

একসময়ে ইংরেজরা এদেশে রাজত্ব করেছিলেন। অনেক ইংরেজ এ দেশে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আমরা বিশেষ শ্রদ্ধা করি। যেমন উইলিয়াম জোন্‌স। মাত্র এগারো বছর তিনি কলকাতায় ছিলেন। তবু তাঁকে আমরা ভুলিনি।

উইলিয়াম জোন্‌স ২৫ বছর বয়সের মধ্যে কি কি করেন ?

নবাব কাদের বলা হত ? জোন্‌স কেন ভারতে আসতে চাইতেন ?

ফার্সী ভাষার   মনে রাখবার   আসতে চাইতেন   স্মরণ শক্তি
জানবার জন্যে   হয়ে এলেন   ফিরে যেতেন   ব্যাকরণের
সাহিত্য   অবশেষে   জজ   বুদ্ধিকে   ক্ষমতাকে
মেধা   তীক্ষ্ণ   আরবী   ছাপা হয়

পড়াশোনার বুদ্ধিকে বলি মেধা। মনে রাখবার ক্ষমতাকে বলি স্মরণশক্তি। উইলিয়াম জোন্‌সের আশ্চর্য মেধা এবং তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ছিল।

তিনি ইংল্যাণ্ডে জন্মান ও বড় হন। কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই জোন্‌স আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখে ফেলেন। যখন তাঁর বয়স পঁচিশ, তখনই তাঁর লেখা ফার্সীভাষার ব্যাকরণের বই ছাপা হয়। সে হল ১৭৭১ সালের কথা। তখন কলকাতা বেশ বড় শহর। তখন অনেক ইংরেজ ভারতে আসতেন। তাঁদের অনেকে বড়লোক হয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতেন। যাঁরা অনেক টাকা আর সোনা নিয়ে যেতেন, তাঁদের সবাই নবাব বলত। জোন্‌স ভারতে আসতে চাইতেন। কিন্তু নবাব হবার জন্যে নয়, ভারতের ভাষা, সাহিত্য, নানা বিষয় জানবার জন্যে। জোন্‌স বলতেন অন্যরা ভারতকে যতটুকু জেনেছে, তারচেয়ে বেশি জানতে চাই।

অবশেষে ১৭৮৩ সালে জোন্‌স কলকাতায় জজ হয়ে এলেন।



জোন্‌স এ দেশে এসে কি কি করলেন ?

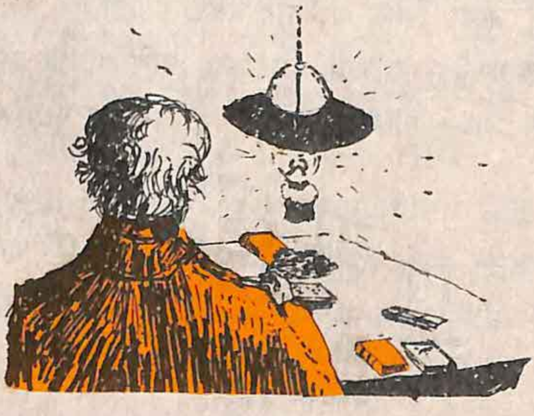
জাহাজে	সমুদ্র	পাঁচ মাস	পার হলেন	সংস্কৃত
সংস্কৃতে	ধার করত	শোধ দিতে পারত না		জেলে
পণ্ডিতদের	বই ছাপেন	খরচ করতেন		রাখা হত

যে জাহাজে তিনি চড়েছিলেন তার নাম ক্রোকোডাইল, যার বাংলা হল কুমির। কুমিরের ওপর চড়ে তিনি সমুদ্র পার হলেন। তখন ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে আসতে পাঁচ মাস লাগত।

ভারত ও এশিয়া বিষয়ে ভালো করে জানবার জন্যে উইলিয়াম জোন্‌স এখানে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। এখানে এসেই জোন্‌স সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ গিয়ে তিনি পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথা বলতেন।

সেইসময়ে যারা টাকা ধার করত আর শোধ দিতে পারত না তাদের জেলে পুরে রাখা হত। জোন্‌স একটি বই ছাপেন। সেই বই বেচে যত টাকা হত সব নিয়ে জোন্‌স কি করতেন জান? যারা জেলে আছে তাদের জন্যে খরচ করতেন।

হিন্দু ও মুসলমান সকলের বিষয়ে জানবার জন্যে জোন্‌স রাতদিন সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী পড়তেন।



জোন্‌স অনুবাদের কাজ কি কি করেন ?

অনুবাদ মানে কি ?

আইনের বই		ইংরেজিতে	ভাষার		অন্য ভাষায়
অনুবাদ	নাটক	জলা	নর্দমা	জলবাতাস	বইপত্রের
সংস্কৃতের		লেখার নাম	ঝোঁক হল		অসুখ হয়
অনুবাদ করে ফেললেন				অনুবাদ করা দরকার	

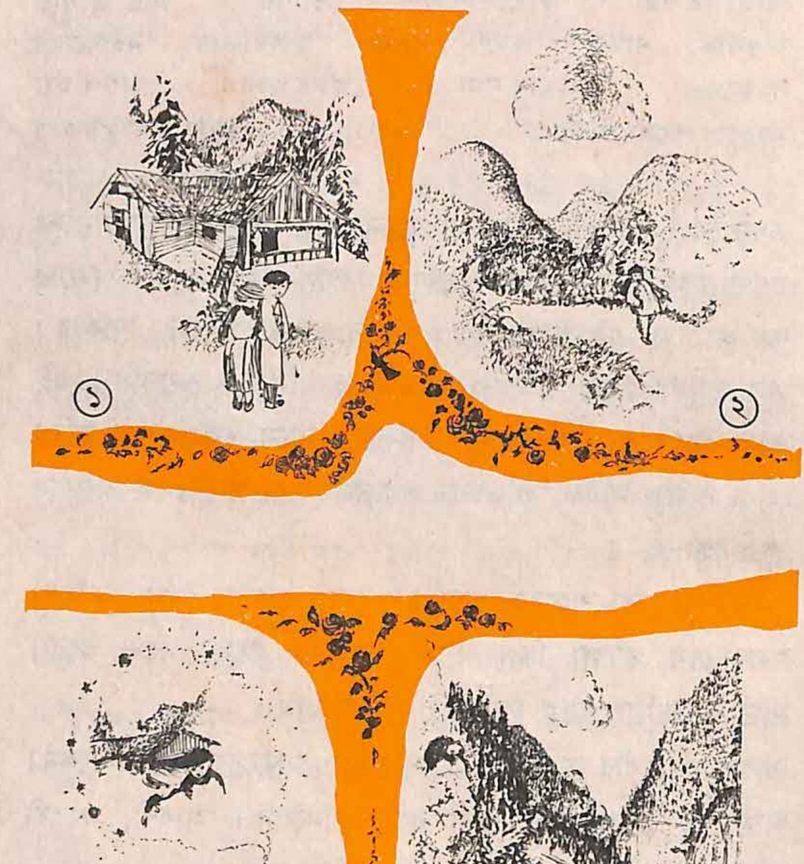
তখন যে ইংরেজরা ভারতে আসতেন তাঁরা হিন্দু বা মুসলমানদের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। জোন্‌স বললেন হিন্দু ও মুসলমানদের যত আইনের বই আছে সব ইংরেজিতে অনুবাদ করা দরকার! এক ভাষার লেখা অন্য ভাষায় লেখার নাম হল অনুবাদ। এই কাজ করতে করতেই জোন্‌স কালিদাস নামে একজন বড় কবির লেখা সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌' বা 'শকুন্তলা' অনুবাদ করে ফেললেন।

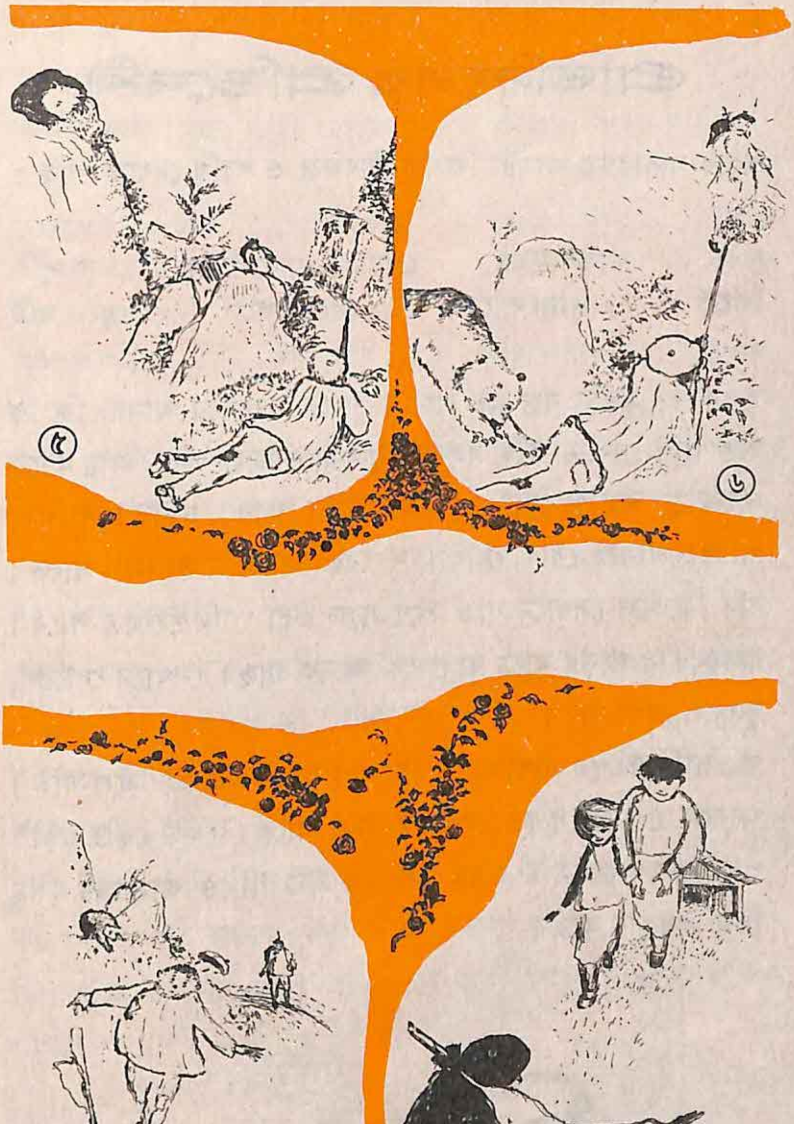
তখন কলকাতা শহরের চারদিকে জলা, জঙ্গল, খোলা নর্দমা। জলবাতাস ভালো ছিল না। জোন্‌সের হঠাৎ অসুখ করে। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

তারপর পৃথিবীর নানা দেশের লোকেরা জোন্‌সের কথা জানলেন। আমাদের দেশের বইপত্রের কথা জানলেন। আরবী, ফারসী আর সংস্কৃত ভাষার ওপর অনেকের ঝোঁক হল।



গল্পের ছবি—ছবির গল্প





আগের পাতা ও এই পাতার ছবিগুলো দেখ। তারপর আটটা ছবিতে কি গল্প বলা হয়েছে নিজেরা ভেবে লেখ। ছবিগুলোতেই গল্পটা বলা আছে।

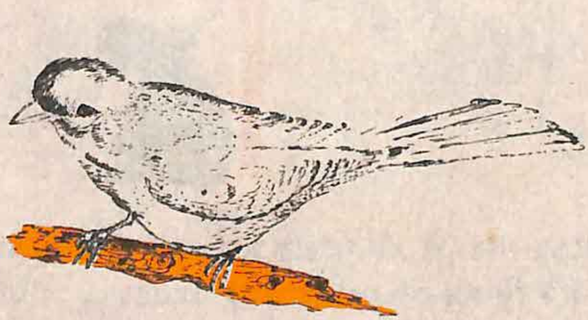
প্রতিদিনের প্রতিবেশী

শহরে সাধারণত আমরা কি কি জীবজন্তু ও পাখি দেখতে পাই ?

ষাঁড়	গড়ের মাঠে	লেকে	দোয়েল	বুলবুলি
পার্কে	ব্যাথা লাগে	মেরে ফেলে	ভুলে যাই	

কলকাতা একটা মস্ত বড় শহর। শহরে সবসময়ে আমরা কি কি পশুপাখি দেখতে পাই বলত ? কুকুর, বেড়াল, গরু, আর মাঝে মাঝে দু একটা ষাঁড়। পাখির মধ্যে কাক, চড়াই, শালিক, পায়রা আমরা বেশি দেখি। শহরের পার্কে গাছপালা আছে। যদি বিকেলে সেখানে যাও তবে সবুজ টিয়া পাখি দেখতে পাবে। কলকাতায় গড়ের মাঠে বা লেকে অনেক গাছ। সেখানে দোয়েল, বুলবুলি দেখা যায়।

পশুপাখিদের যে ব্যথা লাগে সে কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। অনেকে বেড়াল কুকুর দেখলেই ঢিল মারে। কেউ কেউ চড়াই পাখি মেরে ফেলে। অথচ এই সব পশুপাখিও আমাদের কিছু কিছু উপকার করে।



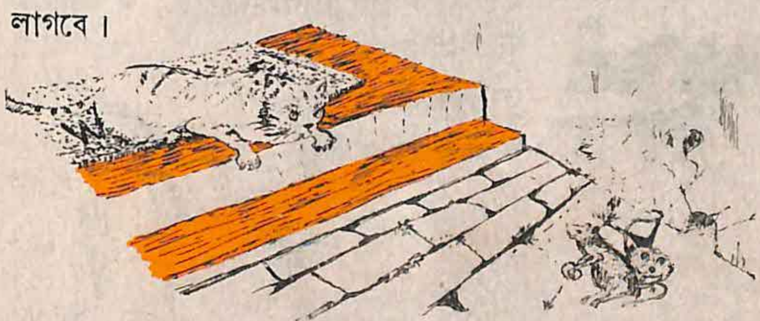
শহরে যে সব পশুপাখি আমরা সবসময়ে দেখি, তারা কি আমাদের কোন উপকার করে ? কি উপকার করে ?
আমরা ভালো করে পাখি দেখলে কি কি জানতে পারব ?

ঘেউঘেউ করলে	নোংরা জমে	দেখতে পায়	ইঁদুর
জানতে পারব	খেয়ে ফেলে	দেখতে পারি	ব্যথা
ইচ্ছে করবে না	বাসা বাঁধে	ঢিল ছুঁড়তে	দেখব
ব্যথা লাগবে	ডিম পাড়ে	আরশোলা	জানব

কুকুর ঘেউঘেউ করলে চোর ভয় পায়। শহরে খুব ইঁদুর আর আরশোলা হয়। বেড়াল সে সব মারে। কাক ভয়ানক গোলমাল করে। কিন্তু শহরের পথেঘাটে অনেক নোংরা জমে। কাক সে সব খেয়ে ফেলে।

গ্রামে যারা থাকে বেশি পাখি পশু দেখতে পায়। শহরের ছেলেমেয়েরা তা পায় না। তবু সব সময়ে যে সব পাখি পার্কে বা অন্য জায়গায় দেখা যায় তা আমরা দেখতে পারি। ভালো করে দেখলে আমরা জানতে পারব কোন পাখি কি খায়, কেমন বাসা বাঁধে, ক টা ডিম পাড়ে, ওদের ছানা কতদিনে বড় হয়।

যত দেখব, যত জানব, তত ওদের ভালো লাগবে। তখন আর ঢিল ছুঁড়তে ইচ্ছে করবে না। মনে হবে, আহা ! ওদের ব্যথা লাগবে।



পদ্য লেখার যুদ্ধ



বাংলার মাস্টারমশাই কি বললেন ?

ছেলেরা কি করল ?

বাংলার মাস্টারমশাই	লিখতে শেখে	পদ্য লিখব
বাংলা শিখেছে	কবিতা লেখ	কবিতা
খেতে বসেছিল	ছুটি হবে	অম্বল
গায়ে দিয়েছিল	পদ্য	কম্বল

ভোম্বল, সঞ্জয়, রামমূর্তি, প্রবীর, ইন্দ্রজিত সবাই এক ক্লাসে পড়ে। ওদের বাংলার মাস্টারমশাই নতুন এসেছেন। ওঁর খুব ইচ্ছে যে ছেলেরা একটু কবিতা লিখতে শেখে। সেদিন উনি ওদের কয়েকটা গল্পের বই দেখালেন। বললেন তোমরা সবাই নিজে নিজে কবিতা লেখ। কবিতা ভালো হলে বই দেব।

ভোম্বল বলল, পদ্য লিখব সার ?

মাস্টারমশাই বললেন, পদ্য যা, কবিতাও তাই। দেখি, তোমরা কেমন লেখ।

ক দিন পরেই ছুটি হবে। পরীক্ষা হয়ে গেছে। ক্লাসে কবিতা পড়া শুরু হল। রামমূর্তি খুব ভালো বাংলা শিখেছে। ও পড়ল,



মা রেঁধেছিল অম্বল
খেতে বসেছিল ভোম্বল
গায়ে দিয়েছিল কম্বল।



কবিতা লিখেছে		গম্ভীর হয়ে গেল		কবিতা পড়ব
লিখতে পার না	কিনতে গেল		গাছে হয়	নামে
প্রাণ ছটফট	কটকট	গটগট	ঘাম	জাম

ভোম্বল বলল, সার, ও আমার নামে কবিতা লিখেছে কেন ? রামমূর্তি হাসতে লাগল। প্রবীর বলল, আমি কবিতা পড়ব ? সার বললেন, পড়। প্রবীর পড়ল,

ছেলেটার নাম মাইকেল
রাতদিন চড়ে সাইকেল।

সারের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। সঞ্জয় পড়ল,

রোদে প্রাণ ছটফট
হেঁটে চলি গটগট
কান করে কটকট।

সার বললেন, ছটফট ! কটকট ! কেন, গাছপালা, পশুপাখি নিয়ে কবিতা লিখতে পার না ? ভোম্বল বলল, আমি লিখেছি সার। ও পড়ল,

বস্তি বাড়ির রাম কিনতে গেল আম
আমের এত দাম গায়ে ছুটল ঘাম
আনল কিনে জাম।

সার বললেন, এতে গাছপালা কোথায় ?
ভোম্বল বলল, আম আর জাম ত গাছে হয় সার ?



আঙুল রেখে	শুনতে পারছি না	ছোট হয়েছে
খেতে ভালবাসে	শোনা হল না	মাংস
নিশ্বাস ফেললেন	উঠে দাঁড়াল	পাগল
মাথাব্যথা করছে	ভাবছিল	কবিতাটা

জন গালে আঙুল রেখে কি যেন ভাবছিল। এই সময়ে আলম উঠে দাঁড়াল। আলম খেতে বড় ভালবাসে। ছেলেরা কেউ যদি টিফিন না খায়, ও খেয়ে ফেলে। আলম বলল, আমার কবিতাটা সবচেয়ে ছোট হয়েছে। ও পড়ল,

ছাগল ! ও ভাই ছাগল !
মাংস তোমার খাব বলে প্রাণ হয়েছে পাগল !

বাংলার মাস্টারমশাই একটা বড় নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, আমার মাথাব্যথা করছে, বুঝলে ?
আমি আর কবিতা শুনতে পারছিনা।
উনি বেরিয়ে গেলেন। জনের কবিতাটা আর শোনা হল না।

কার কবিতাটা তোমার ভালো লাগল ?
বাংলার মাস্টারমশাইয়ের কি ওদের কবিতা ভালো লেগেছিল ?
জন কি কবিতা লিখেছিল বলে তোমার মনে হয় ? চারলাইন নিজে লিখতে পার ?



আনন্দ পাঠ

বাংলা লিখতে ও পড়তে শেখার নতুন বই

অনুশীলনী : পরিচায়িকা, প্রথম থেকে অষ্টম ভাগ
পাঠমালা : ছড়া ও ছন্দ, প্রথম থেকে অষ্টম ভাগ

আনন্দ পাঠ গ্রন্থমালার পাঠসূচী এখন সম্পূর্ণ। মুখে মুখে ছড়া শেখা থেকে শুরু করে দুরূহ রচনা হৃদয়ঙ্গম এবং চর্চার একটি ক্রমান্বয় পাঠক্রম বাংলায় এই প্রথম এবং এখনো অনন্য। ভাষা শিক্ষায় ক্রমান্বয়তা অর্থাৎ সহজ শব্দ থেকে কঠিন শব্দে সংযত পরিক্রমণ, ঋজু বাক্যরীতি থেকে জটিল বাক্যরীতিতে উত্তরণ আধুনিক ভাষাশাস্ত্রের একটি প্রাথমিক সূত্র। **আনন্দ পাঠ** গ্রন্থমালা এই সূত্র অনুসরণেই রচিত। প্রথম চারটি **অনুশীলনীতে** আছে বাংলায় বহুপ্রচলিত ও নিত্যব্যবহৃত ১০৭টি বাক্যরীতি এবং ১২১০টি প্রাথমিক শব্দ। এই বাক্যরীতি এবং শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে মনোরম ও সুখপাঠ্য গদ্যরচনায়, যাতে ভাষাশিক্ষা আনন্দময় হয়ে ওঠে। পরবর্তী **অনুশীলনীগুলিতে** সূত্রনির্ভর ব্যাকরণ ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

আনন্দ পাঠ পাঠমালার বইগুলি অনুশীলনী গ্রন্থের অপরিহার্য পরিপূরক। **অনুশীলনীতে** যে শব্দসম্ভার ও বাক্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে তার সবিস্তার প্রয়োগ অবিরল রচনায় বিধৃত হয়েছে **পাঠমালায়**।

বাংলা যারা শিখছে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে, বাংলা যাদের মাতৃভাষা, আর অন্যভাষী বয়স্ক যারা বাংলা ভাষা শিখতে আগ্রহী, সকলের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই গ্রন্থমালা পরিকল্পিত। বাংলা ভাষার শিক্ষায় আধুনিক পদ্ধতির সূচনা হল এই গ্রন্থমালায়।

ছড়া ও ছন্দ। বহুচিত্রশোভিত ছড়ার সংকলন। ৩·০০ টাকা।
পাঠমালা ১—৩। প্রত্যেকটি ২·৭৫ পয়সা।
পাঠমালা ৪—৫। প্রত্যেকটি ৩·০০ টাকা।
পাঠমালা ৬—৮। প্রত্যেকটি ৩·২৫ পয়সা।

প্রত্যেকটি বই সচিত্র। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজজীবন, ভাষা, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যমূলক লেখার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন যুগের মহৎ সাহিত্যের সুনির্বাচিত রচনার সংকলন।

অনুশীলনী। পরিচায়িকা। ৪·০০ টাকা।
অনুশীলনী। ১—৮। প্রত্যেকটি ৪·০০ টাকা।

ভাষাচর্চার সুপরিকল্পিত অনুশীলনীমালায় ব্যাকরণের প্রতিটি প্রয়োজনীয় সূত্র ও ভাষাপ্রয়োগের যাবতীয় সাধারণ নিয়ম থেকে শুরু করে অনুচ্ছেদ রচনা, সারাংশ, ভাবসম্প্রসারণ ও প্রবন্ধরচনা ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই শিখে ফেলতে পারবে।

গণেশ বাগচী
॥
মহাশ্বেতা দেবী

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

ANANDA PATH : Reader 3

Rs 2·75

SBN 19 560838 0

প্রচ্ছদপট ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৬